সংবাদ

তারিখ 17 MAY 2012
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

### শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তদন্ত প্রতিবেদন

# নায়েমে স্বেচ্ছাচারিতা নিয়োগে অনিয়ম তহবিল তছরুপের প্রমাণ পাওয়া গেছে

রাকিব উদ্দিন

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমীর (নায়েম) মহাপরিচালক ও এক উপ-পরিচালকের (প্রশাসন) বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারিতা, কর্মচারী নিয়োগে অনিয়ম ও তহবিল তছরুপের প্রমাণ পেয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তদন্ত কমিটি। মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ছাড়া সংস্থার প্রধান কর্তা ঢাকার বাইরে ঘন ঘন ভ্রমণ, ক্ষমতার অপব্যবহার করছেন। এ ধরনের অনৈতিক কাজে তাকে সহায়তা করছে উপ-পরিচালক (প্রশাসন) কেএম কওসার আলী। তবে গা-বাঁচানোর জন্য মহাপরিচালক ও উপ-পরিচালক একে অন্যের ওপর দায় চাপিয়ে বক্তব্য দিয়েছেন। মহাপরিচালক নিজেই তদন্ত কমিটিকে তার অজ্ঞতার বিষয় জানিয়ে বলেছেন, 'তিনি আইন-কানুন ও নিয়মনীতি কম জানেন'।

নায়েমের সার্বিক তদন্ত কার্যক্রম সম্পর্কে তদন্ত প্রতিবেদনে মন্তব্য করা হয়েছে, মহাপরিচালক হিসেবে প্রফেসর শামসুর রহমান আইন-কানুন, নিয়মনীতি জানেন না বলে তার দায়-দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। প্রশাসনিক ও আর্থিক বিষয়সহ সব কাজেই 'চেইন অব কমান্ড' মেনে চলা উচিত। শিক্ষা প্রশাসনে কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন দক্ষ ও সৎ

তহবিল : পৃষ্ঠা : ২ ক :

## তহবিল : তছরুপের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কর্মকর্তাদেরই নায়েমে পদায়ন করা উচিত। নচেৎ শিক্ষা বিভাগের জাতীয় পর্যায়ের এ ধরনের একটি প্রশিক্ষণ একাডেমি তার অভিষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছতে পদে পদে বাধাগ্রস্ত হবে। প্রসঙ্গত ড. শামসুর রহমানকে ২০১০ সালের ১৮ মে নায়েমের মহাপরিচালক হিসেবে দু'বছরের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়া হয়।

নিয়োগে অনিয়ম : কোন প্রয়োজন ছাড়াই ২০১১ সালে 'কাজ নাই মজুরি নাই' ভিত্তিতে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার, অফিস সহকারী ৯ জনসহ মোট ৩৭ কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হয়েছে নায়েমে। মহাপরিচালক জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য বিভিন্ন জনের সুপারিশে তাদের চাকরি দিয়েছেন। তাকে এ কাজে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করেছে উপ-পরিচালক কেএম কওসার আলী। নিয়োগকৃত এসব কর্মচারীর বেতন-ভাতা প্রশিক্ষণার্থীদের কাছ থেকে কর্তনকৃত সার্ভিস চার্জ বাবদ অর্থ থেকে পরিশোধ করা হয়। রাজস্ব বাজেট থেকে অর্থ পরিশোধ না হলেও অফিস সহকারীর মতো গুরুত্বপূর্ণ সহকারী পদে মন্ত্রণালয় বা পরিচালনা বোর্ডের অনুমোদন ছাড়া এ নিয়োগ সঠিক ও বিধিসম্মত হয়নি বলে প্রতিবেদনে অভিমত দেয়া হয়েছে।

বাজেটের অর্থের যথেচ্ছ ব্যবহার : মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ছাড়া এক খাতের বরাদ্দকৃত অর্থ অন্য খাতে ব্যবহারের নিয়ম না থাকলেও নায়েম কর্তৃপক্ষ তা করেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১০-১১ অর্থবছরের প্রশিক্ষণ খাতে বরাদ্দ ছিল ৫ কোটি ৪০ লাখ টাকা। এ বিষয়ে মহাপরিচালক তদন্ত কমিটিকে বলেছেন, ২০১০-১১ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ খাতের অব্যয়িত টাকা উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় করা হয়েছে। টাকা ফেরত যাবে বলে তারা টাকা নায়েমের অন্য খাতের অব্যয়িত প্রায় ২ কোটি টাকা ব্যয় করেছেন। এমনকি যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়াই বিপিডিএম নামক একটি এনজিওকে 'অ্যাডভান্স কোর্স অন রিসার্চ মেথডলজি' প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য নায়েমের প্রশিক্ষণ খাত থেকে টাকা প্রদান করা হয়েছে। এ এনজিওর কাজ কী এবং নায়েমে তা কীভাবে কাজে লাগছে তা স্পষ্ট নয়। প্রশিক্ষণ খাতের টাকা একটি এনজিওকে প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য অর্থ বরাদ্দ প্রদান মহাপরিচালকের আইনগত কর্তৃত্ব বহির্ভূত বলে তদন্ত প্রতিবেদনে মতামত দেয়া হয়েছে।

স্বেচ্ছাচারিতা : তদন্ত কমিটি বলেছে, মহাপরিচালক সব পরিচালককে সঙ্গে নিয়ে সম্পূর্ণ নিয়ম মেনে কাজ করেননি বা করতে সক্ষম হননি। তিনি উপ-পরিচালককে (প্রশাসন ও অর্থ) নিয়ে প্রশাসনিক ও আর্থিক বিষয়ে প্রায় সমুদয় কাজ সম্পন্ন করেন। নায়েমের আর্থিক বিষয়গুলো মহাপরিচালকের একক স্বাক্ষরে পরিচালিত হয়। তাই তিনি চেইন অফ কমান্ড না মেনে নিজের মতো সিদ্ধান্ত দিয়েছেন এবং সব ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম প্রতিপালনে যত্নবান হয়নি। আর্থিক বিষয়ে তিনি প্রায় সব ক্ষেত্রেই উপ-পরিচালক কেএম কওসার আলীর পরামর্শ নিয়েছেন।

মহাপরিচালক তদন্ত কমিটিকে বলেছেন, 'কওসার আলী ভালো আইন কানুন জানেন। কারণ ইতোপূর্বে তিনি পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদফতরের কাজ করেছেন। তাই তিনি তার মাধ্যমে কাজ করান'। তবে কেএম কওসার আলী কমিটিকে বলেছেন, 'তিনি মহাপরিচালকের নির্দেশে কাজ করেছেন'। আরও যত অনিয়ম প্রমাণিত : মহাপরিচালক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ছাড়াই গত দুই বছরে সরকারি গাড়ি ও তেল ব্যবহার করে বিভিন্ন জেলা ভ্রমণ করেছেন। এ ধরনের ভ্রমণ নায়েমের স্বার্থে করা হয়েছে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছে তদন্ত কমিটি। মহাপরিচালকের এসব অনিয়মে পূর্ণ সহযোগিতা করেছে কেএম কাওসার আলী। মহাপরিচালকের পিএইচডি ও প্রফেসর পদবী ব্যবহার সঠিক নয়- এমন অভিযোগের বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রির স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত দেখাতে সক্ষম হয়েছে মহাপরিচালক। তবে প্রফেসর ডিগ্রি সম্পর্কে তদন্ত কমিটি কোন মতামত ও বক্তব্য দেয়নি। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, নায়েমের অডিটরিয়ামের নামে কেনা দুটি এসি (শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র) মহাপরিচালকের বাসায় লাগানো হয়েছে। অডিটরিয়াম ভাড়া নয়-ছয়, প্রশিক্ষণার্থীদের সম্মানী ভাতা কেটে রাখারও প্রমাণ পেয়েছে তদন্ত কমিটি। এ ছাড়াও নায়েমের সাবেক পরিচালক প্রফেসর জিয়াউল হাসানের বিরুদ্ধে আনা পরিচালক প্রফেসর নিলুফার বেগমের অভিযোগের সত্যতা পায়নি তদন্ত কমিটি।